বোতলের ভূত

সুখলতা রাও

বোতলের ভূত
সুখলতা রাও

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২০

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা-১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১৫০ টাকা

Botoler Bhoot by Shukhalata Rao Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Kantabon Dhaka 1205
Cell: +88 01717217335 Phone: 02-9668736
First Edition: August 2020 Price: 150 Taka RS 150 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: www.kobibd.com

ISBN: 978-984-95041-6-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচিপত্র

বোতলের ভূত ৫
ময়ূরদের রাজা ৯
ঘুমের দেশ ১৬
বামন বুড়ো ২০
গরীব মুচি ২৩

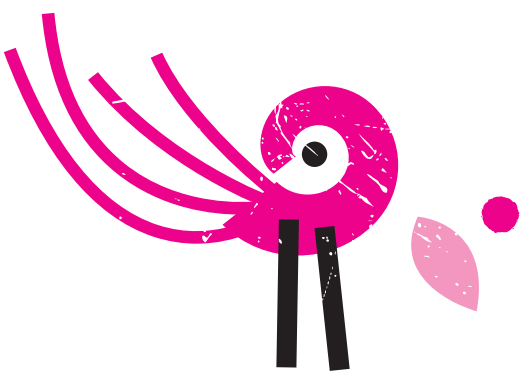

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

বিড়াল-রাণী
সোনার হাঁস
সোনার পুতুল
ব্যাঙ রাজা

বোতলের ভূত

একজন গরীব কাঠুরে ছিল। সে রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঠ কাটত। কাঠ কেটে যখন তার কিছু টাকা জমল, তখন সে সেই টাকা দিয়ে তার ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিল শহরে লেখাপড়া শিখতে।

ছেলে খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করে, তার বেশ নামও হচ্ছে, এর মধ্যে তার বাবার টাকা গেল ফুরিয়ে। কাজেই তার লেখাপড়া শেখা হলো না, সে বাড়ি ফিরে এলো। কাঠুরেরও তাতে বড় দুঃখ হলো। ছেলেটি তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিল, "তার জন্য ভাবছ কেন বাবা? যদি কপালে থাকে, ঢের

লেখাপড়া হবে। এখন চলো কাঠ কাটতে যাই।" কাঠুরে বলে, "তোমার গিয়ে কাজ নেই। কখনো কাঠ কাটোনি, এত পরিশ্রম করতে তুমি কি পারবে? আর আমাদের তো একখানা বই কুড়ুল নেই।" কিন্তু ছেলে যাবেই ঠিক করেছে। সে বলল, "আর কারও কাছ থেকে একটা কুড়ুল চেয়ে আনো বাবা। তারপর কদিন কাঠ কাটলে যে পয়সা হবে, তাই দিয়ে একটা নতুন কুড়ুল কেনা যাবে।"

তখন আরেকজনের কুড়ুল ধার করে নিয়ে দুজনে বনের ভেতরে গেল কাঠ কাটতে। দুপুরবেলায় কাঠুরে কুড়ুল রেখে, তার ছেলেকে ডাকল, "এসো একটু বিশ্রাম করে চারটি খেয়ে নিই। বড় পরিশ্রম হয়েছে।" কিন্তু ছেলের ইচ্ছা নেই বিশ্রাম করতে। "তুমি খাও। আমার মোটেই ক্ষিদে পায়নি। আমি একটু ঘুরে দেখে আসি কোনো গাছে পাখির বাসা আছে কিনা।" বলে সে পাখির বাসা খুঁজতে বেরুল। তারপর এ-গাছ ও-গাছ দেখতে দেখতে এক প্রকাণ্ড বটগাছের কাছে এলো। তিনশ বছরের পুরনো বটগাছ, ডালপাতায় চারদিক অন্ধকার করে রেখেছে, ডাল থেকে মোটা মোটা শিকড় সব মাটি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। কাঠুরের ছেলে ভাবল, "এর ভেতর নিশ্চয়ই অনেক পাখির বাসা পাওয়া যাবে।" এই ভেবে সে বটগাছের কাছে গিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল—পাখির বাসা আছে কিনা। হঠাৎ তার মনে হলো, কে যেন বলছে, "আমাকে খুলে দাও গো, আমাকে খুলে দাও।" সে এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে পেল না। আবার কে যেন বলছে, "খুলে দাও গো, খুলে দাও।" তখন সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কে খুলে দিতে ডাকল? কোথায় তুমি?" সে কথার উত্তর এলো, "এই যে এই গাছের শিকড়ের নিচে।" তখন ছেলেটি নিচের দিকে তাকিয়ে, বটগাছের একটা শিকড়ের তলায় একটা বোতল দেখতে পেল। বোতলটাকে বের করে হাতে নিয়ে দেখে যে, তার ভেতরে ব্যাঙের মতো একটা কি যেন লাফাচ্ছে আর চিঁচিঁ করে বলছে, "আমাকে খুলে দাও, আমাকে খুলে দাও।" কাঠুরের ছেলে বোতলের ছিপিটা দিল খুলে। ওমা! অমনি সেই ব্যাঙের মতো জিনিসটা লাফিয়ে বাইরে এসে, দেখতে দেখতে দশটা বটগাছের মতো উঁচু হয়ে বলে কি—"এবার তোর ঘাড় ভাঙব! আমি ঠিক করে রেখেছি যে, আমাকে বোতল থেকে যে বের করবে, আমি তার ঘাড় ভাঙব।" কাঠুরের ছেলে কিন্তু তাতে মোটেই ভয় পেল না; সে জবাব দিল, "এ কথা আগে বলতে হয়! তাহলে আর তোমাকে বোতল থেকে বেরুতে হতো না! ঘাড় ভাঙা বুঝি অমনি সহজ কথা! আগে সাক্ষী বের করো যে আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি!"

ভূত বলল, "সাক্ষীটাক্ষী আমি জানি না। ছেড়ে যখন দিয়েছ, তখন ঘাড় ভাঙবই।" কাঠুরের ছেলে তাকে থামিয়ে বলল, "রোস, অত তাড়াতাড়ি কেন? আমার তো কিছুতেই বিশ্বসা হচ্ছে না যে তুমি ঐ বোতলের ভেতরে ছিলে। অত বড় ভূতটা কি কখনো ওর ভেতরে থাকতে পারে? ওসব তোমার মিথ্যা কথা।"

ভূতেরা মিথ্যা কথা বলে না, কাজেই তাকে মিথ্যাবাদী বলাতে ভূতটা ভারি চটে গিয়ে বলে, "বটে! মিথ্যা কথা? তবে এই দেখ!" বলেই, সুড়ুৎ করে আবার ব্যাঙের মতো ছোট্ট হয়ে বোতলে গিয়ে ঢুকল আর কাঠুরের ছেলেও অমনি তাড়াতাড়ি দিল তাতে ছিপি এঁটে। ভূত ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে চেঁচাতে লাগল—"আরে আরে! করিস্ কি করিস্ কি!" কিন্তু কে তার কথা শোনে! বোতলে বেশ

ভালোমতো ছিপিটা এঁটে, তাকে আবার সেই বটগাছের নিচে রেখে দিয়ে কাঠুরের ছেলে হাসতে হাসতে সেখান থেকে রওনা হলো। তখন ভূতের আর তেজ নেই, সে মিনতি করে ডাকতে লাগল, "ওগো, চলে যেও না। আমাকে খুলে দিয়ে যাও।" কাঠুরের ছেলে চলতে চলতে মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু। আর ছাড়ছি না। আমাকে বোকা পাওনি।" সে সত্যিই যায় দেখে ভূত আবার হাতজোড় করে ডাকল, "লক্ষ্মী দাদা, চলে যেয়ো না, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাকে এমন জিনিস দেব, যা দিয়ে তুমি চিরকাল সুখে থাকতে পারবে।"

"যা দিয়ে চিরকাল সুখে থাকতে পারা যায় এমন জিনিস যদি পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি?" ভেবে কাঠুরের ছেলে ফিরে এসে বোতলের ছিপি খুলে দিল। ভূতটা বোতল থেকে বেরিয়ে আবার বটগাছের মতো বড় হয়ে বলল, "দেখ আমি সত্যি কথা বলি কিনা। এই জিনিসটা নাও। এটাকে লোহা আর ইস্পাতে ছোঁয়ালেই তা রুপো হয়ে যাবে।"

সে জিনিস আর কিছু নয়, এক টুকরো ছেঁড়া নেকড়া। কাঠুরের ছেলে সেটি হাতে নিয়েই আগে পরীক্ষা করে দেখল। তার কুড়ুলটা রুপোর হয়ে গেল। তখন ভূতকে নমস্কার করে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল বাবার কাছে।

এদিকে ছেলের দেরি দেখে কাঠুরে ব্যস্ত হয়েছে। ছেলে ফিরে আসতেই সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? বেলা চলে গেল, কাঠ কাটবে কখন?" "এই যে বাবা, এখনি কাটছি। আমার কিছু দেরি হবে না।" বলে ছেলেটি যেই একটা গাছে কোপ দিয়েছে, অমনি কুড়ুলের মুখ গিয়েছে বেঁকে। খাঁটি রুপো তো আর লোহার মতো শক্ত হয় না। তা দিয়ে কাঠ কাটা চলবে কেন? ছেলেটি তার বাবাকে বাঁকা কুড়ুলটা দেখিয়ে বলল, "আমাকে কি রকম কুড়ুল দিয়েছ যে কাটতে না কাটতেই ভেঙে গেল?" কাঠুরে তাতে "কি করলি! ভেঙে ফেললি? সর্বনাশ! এখন যার কুড়ুল তাকে গিয়ে বলি কি?" এই সব বলে ভারি ব্যস্ত হতে লাগল। ছেলে বলল, "রাগ করো না বাবা। কালকেই এ কুড়ুলের দাম দিয়ে দেব।" কাঠুরে আরও রেগে বলল, "তামাশা রেখে দে ভাত জোটে না আবার কুড়ুলের দাম দেবেন!"

বাড়ি গিয়ে কাঠুরে ছেলেকে পাঠিয়ে দিল বাজারে—"যা, ভাঙা কুড়ুলটা বাজারে বেচে আয়। দু"চার পয়সা যা হয় হবে। বাকি আমাকে খেটেখুটে যোগাড় করে দিতে হবে আর কি!"

কুড়ুলখানা নিয়ে কাঠুরের ছেলে এক সেকরার কাছে তিনশ টাকায় বেচে এলো। বাড়ি এসে সে তার বাবাকে বলল, "যার কুড়ুল তাকে জিজ্ঞাসা করে এসো তার কুড়ুলের দাম কত ছিল। আমি ভাঙা কুড়ুলখানা বেচে এসেছি।" "জিজ্ঞাসা করে কি হবে? কুড়ুলখানার দাম ছিল আট আনা। ভাঙা কুড়ুল বেচে তুই আর কত এনে থাকবি!" বলল তার বাবা। "এই নাও, একটা টাকা তাকে দিয়ে এসো। আর এই নাও, বাকি দু"শ নিরানব্বই টাকা।" বলে ছেলে কাঠুরের হাতে টাকা গুনে দিল। কাটুরে তো অবাক! "সে কি রে! এত টাকা কোথা পেলি?" তখন ছেলেটি বোতলের ভূতের গল্প বলে নেকড়াটুকু তার হাতে দিল। সেই থেকে আর তাদের কষ্ট করে খেতে হয় না। ছেলেটিও আবার শহরে গিয়ে পড়াশোনা করতে লাগল।